INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

মনের আত্মত্ব সমস্যা: ন্যায়-বৈশেষিক সিদ্ধান্ত

ড. দিবাকার মান্না*

https://doi.org/10.5281/zenodo.21118898

সারসংক্ষেপ

ভারতীয় দর্শনের সুবিস্তৃত ইতিহাসে 'আত্মা' ও 'চৈতন্য' (Consciousness)-এর স্বরূপ নির্ধারণ একটি অত্যন্ত জটিল ও মৌলিক আলোচনা। আধ্যাত্মবাদী দর্শনসমূহ যেখানে আত্মাকে এক শাশ্বত, অতীন্দ্রিয় ও অবিনাশী তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট, সেখানে চরম জড়বাদী ও প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদী চার্বাক সম্প্রদায় এই ধারণাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। চার্বাকদের মূল স্রোত স্থূল দেহই আত্মা—এই 'দেহাত্মবাদ' প্রচার করলেও, এই মতের নানাবিধ যৌক্তিক অসঙ্গতি ও দুর্বলতা দূর করার লক্ষ্যে চার্বাকদেরই একটি প্রাজ্ঞ ও সূক্ষ্মচিন্তাশীল শাখা 'মন-আত্মবাদ' (Mind-as-Self theory) উত্থাপন করে।

এই বিশেষ চার্বাক শাখার মতে—দেহ, ইন্দ্রিয় বা প্রাণ কেউই চৈতন্যের প্রকৃত আশ্রয় হতে পারে না; কারণ দেহ বা প্রাণ মূলত অচেতন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ নিজ নিজ বিষয়ে সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে, মনই হলো সমস্ত ইচ্ছাশক্তি, স্মৃতি এবং স্বপ্নদর্শনের একমাত্র নিয়ন্তা ও চালিকাশক্তি। সায়নাচার্যের 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' এবং সদানন্দ যোগীন্দ্রের 'বেদান্তসার' গ্রন্থে চার্বাকদের এই মন-আত্মবাদের যৌক্তিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়, যেখানে মনকেই 'আমি' বা জ্ঞাতৃ-তত্ত্ব হিসেবে দাবি করা হয়েছে।

তবে ভারতীয় দর্শনের জ্ঞানতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা নিখুঁত রূপ পাই মহর্ষি গৌতম প্রণীত ন্যায় দর্শনে, যেখানে এই মন-আত্মবাদকে কঠোর যুক্তির নিকষে খণ্ডন করা হয়েছে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এবং বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায় 'ন্যায়-সূত্র' (৩/১/১৫-১৭) আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, মন আসলে কোনো 'জ্ঞাতা' (Knower) বা কর্তা নয়, বরং তা সুখ-দুঃখের মতো আন্তর-অনুভূতির এবং স্মৃতি-অনুমিতির একটি 'সাধন' বা অন্তরিন্দ্রিয় (Internal Organ) মাত্র। কর্তা এবং তার ক্রিয়া সম্পাদনের সাধন কখনোই এক হতে পারে না; যেমন কাটারি নিজে কাঠ কাটতে পারে না, কাটারি কাটার মাধ্যম মাত্র। একইভাবে, ন্যায় মতে মন পরমাণুতুল্য বা অণুপরিমাণ হওয়ায় তা স্মৃতির প্রত্যক্ষ আশ্রয় হতে পারে না। ফলে, চার্বাকদের মন-আত্মবাদকে খণ্ডন করে ন্যায় দর্শন প্রমাণ করেছে যে, মন অপেক্ষা অতিরিক্ত এক চেতন 'আত্মা' বা জ্ঞাতার অস্তিত্ব স্বীকার করা অনিবার্য।

এই প্রবন্ধটিতে চার্বাকদের এই সূক্ষ্ম আধিবিদ্যক বিবর্তন এবং তার বিপরীতে ন্যায় দর্শনের অকাট্য ও প্রণালীবদ্ধ জ্ঞানতাত্ত্বিক খণ্ডন অত্যন্ত চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

সূচক শব্দঃ মন, আত্মা, জ্ঞাতা, অণুপরিমাণ, চার্বাক, ন্যায়, সূক্ষ্ম, খণ্ডন

** সহকারী অধ্যাপক, তারকেশ্বর ডিগ্রী কলেজ, তারকেশ্বর, হুগলী।*

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

ভূমিকাঃ-

ভারতীয় দর্শনের সুবিস্তৃত ইতিহাসে 'আত্মা' ও 'চৈতন্য' (Consciousness)-এর স্বরূপ নির্ধারণ একটি অত্যন্ত জটিল ও মৌলিক আলোচনা। আধ্যাত্মবাদী দর্শনসমূহ যেখানে আত্মাকে এক শাশ্বত, অতীন্দ্রিয় ও অবিনাশী তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট, সেখানে চরম জড়বাদী ও প্রত্যক্ষৈকপ্রমাণবাদী চার্বাক সম্প্রদায় এই ধারণাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। চার্বাকদের মূল স্রোত স্থূল দেহই আত্মা—এই 'দেহাত্মবাদ' প্রচার করলেও, এই মতের নানাবিধ যৌক্তিক অসঙ্গতি ও দুর্বলতা দূর করার লক্ষ্যে চার্বাকদেরই একটি প্রাজ্ঞ ও সূক্ষ্মচিন্তাশীল শাখা 'মন-আত্মবাদ' (Mind-as-Self theory) উত্থাপন করে।

এই বিশেষ চার্বাক শাখার মতে—দেহ, ইন্দ্রিয় বা প্রাণ কেউই চৈতন্যের প্রকৃত আশ্রয় হতে পারে না; কারণ দেহ বা প্রাণ মূলত অচেতন এবং ইন্দ্রিয়সমূহ নিজ নিজ বিষয়ে সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে, মনই হলো সমস্ত ইচ্ছাশক্তি, স্মৃতি এবং স্বপ্নদর্শনের একমাত্র নিয়ন্তা ও চালিকাশক্তি। সায়নাচার্যের 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' এবং সদানন্দ যোগীন্দ্রের 'বেদান্তসার' গ্রন্থে চার্বাকদের এই মন-আত্মবাদের যৌক্তিক ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়, যেখানে মনকেই 'আমি' বা জ্ঞাতৃ-তত্ত্ব হিসেবে দাবি করা হয়েছে।

তবে ভারতীয় দর্শনের জ্ঞানতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা নিখুঁত রূপ পাই মহর্ষি গৌতম প্রণীত ন্যায় দর্শনে, যেখানে এই মন-আত্মবাদকে কঠোর যুক্তির নিকষে খণ্ডন করা হয়েছে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এবং বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায় 'ন্যায়-সূত্র' (৩/১/১৫-১৭) আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে, মন আসলে কোনো 'জ্ঞাতা' (Knower) বা কর্তা নয়, বরং তা সুখ-দুঃখের মতো আন্তর-অনুভূতির এবং স্মৃতি-অনুমিতির একটি 'সাধন' বা অন্তরিন্দ্রিয় (Internal Organ) মাত্র। কর্তা এবং তার ক্রিয়া সম্পাদনের সাধন কখনোই এক হতে পারে না; যেমন কাটারি নিজে কাঠ কাটতে পারে না, কাটারি কাটার মাধ্যম মাত্র। একইভাবে, ন্যায় মতে মন পরমাণুতুল্য বা অণুপরিমাণ হওয়ায় তা স্মৃতির প্রত্যক্ষ আশ্রয় হতে পারে না। ফলে, চার্বাকদের মন-আত্মবাদকে খণ্ডন করে ন্যায় দর্শন প্রমাণ করেছে যে, মন অপেক্ষা অতিরিক্ত এক চেতন 'আত্মা' বা জ্ঞাতার অস্তিত্ব স্বীকার করা অনিবার্য।

এই প্রবন্ধটিতে চার্বাকদের এই সূক্ষ্ম আধিবিদ্যক বিবর্তন এবং তার বিপরীতে ন্যায় দর্শনের অকাট্য ও প্রণালীবদ্ধ জ্ঞানতাত্ত্বিক খণ্ডন অত্যন্ত চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

মনে আত্মত্ব নিয়ে চার্বাক সম্প্রদায় বিশেষের মতঃ

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, মনের স্বরূপ নিয়ে ভারতীয় দার্শনিকগণের মধ্যে নানা মত রয়েছে। মন সম্বন্ধীয় মতবাদগুলির মধ্যে অন্যতম হল 'মন-আত্মবাদ'। জড়বাদী চার্বাক দার্শনিকগণের মধ্যে একটি বিশেষসম্প্রদায় এই মন-আত্মবাদ এর সমর্থক।

চার্বাক সম্মত মন-আত্মবাদের আলোচনার পূর্বে সংক্ষেপে চার্বাক মতের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। ভারতীয় দর্শনে কেবলমাত্র চার্বাকসম্প্রদায় জড়বাদের সমর্থক। জগতের মূল তত্ত্ব কি? এহেন আধিবিদ্যক (Meta-Physical) প্রশ্নের উত্তরে চার্বাক বলেছেন জড়ই তত্ত্ব। চার্বাক দর্শনের মূল প্রণেতা হলেন বৃহস্পতি। বৃহস্পতিকৃত সূত্রকে বলা হয় 'বার্হস্পত্য সূত্র'। জড়বাদের সমর্থনে বৃহস্পতি স্পষ্ট বলেছেন-

"পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরিতি তত্ত্বানি"।

অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ এবং বায়ু এই চারটি হল তত্ত্ব।

এখন কথা এই যে, পৃথিবী, জল, তেজ এবং বায়ু হল ভূতচতুষ্টয়। ভৌতপদার্থ মাত্রই জড়াত্মক। চার্বাক পৃথিবী, জল, তেজ এবং বায়ুকেই মূল তত্ত্ব বলে অঙ্গিকার করেছেন। তাঁর মতে, এই ভূত চতুষ্টয় থেকে এই বিশাল বিচিত্র জগতের সৃষ্টি হয়েছে। এই জগতের মূল পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়।

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখাতে পঞ্চভূত স্বীকৃত হয়েছে। ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনেই আকাশকে পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের অতিরিক্ত পঞ্চমভূত পদার্থ বলে স্বীকার করা হয়েছে। অতএব ওই সমস্ত দর্শনের স্বীকৃত ভূতবর্গ হল পাঁচটি পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ। চার্বাক পঞ্চম ভূত আকাশকে স্বীকার করেননি। তিনি ভূত চতুষ্টয়কেই তত্ত্ব বলে অঙ্গিকার করেছেন। চার্বাক কেন আকাশ স্বীকার করেন নি এই প্রশ্নটি এই স্থলে উত্থাপনযোগ্য।

বস্তুতঃ পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরে একথা প্রণিধানপূর্বক বোঝা আবশ্যক যে, চার্বাক প্রত্যক্ষৈক প্রমাণবাদী। তাঁর মতে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষই প্রমাণ -- 'প্রত্যক্ষমেব একং প্রমাণম্'। চার্বাক মতে প্রমাণ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট জ্ঞানের উৎস হল কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ বলতে বোঝায় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান। চার্বাক প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত অনুমানাদি প্রমাণ স্বীকার করেন না। অনুমান হল ব্যাপ্তিজ্ঞান নির্ভর জ্ঞান বিশেষ। হেতু এবং সাধ্যের নিয়ত সাহচর্য হল ব্যাপ্তি এবং সেই ব্যাপ্তি বিষয়ক জ্ঞানকে অপেক্ষা করে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তা হল অনুমিতি। এই অনুমিতির উৎস হল অনুমান। অনুমিতি হল প্রমা বা যথার্থ অনুভব এবং অনুমান হল সেই প্রমার উৎস। চার্বাক অনুমানকে প্রমা জ্ঞানের উৎস বলে মনে করেন না। তাঁর মতে, অনুমানম্ অপ্রমাণম্। প্রমার উৎসকে বলা হয় প্রমাণ। চার্বাক মতে অনুমান অপ্রমাণ।

সংশ্লিষ্ট স্থলে প্রকৃত কথা এই যে, আকাশ অনুমানসিদ্ধ চার্বাক অনুমান স্বীকার করেন না। এজন্য তিনি আকাশকেও স্বীকার করেননি। তিনি হয়েছেন ভূতচতুষ্টয়বাদী। তাঁর মতে, এই জগতের মূল হল ভূতচতুষ্টয় অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ এবং বায়ু। আধিবিদ্যক আলোচনায় এভাবেই চার্বাক জড়বাদ সমর্থন করেছেন।

এখন একটি বিশেষ কথা বলবার অবকাশ হয়েছে। চার্বাক পূর্বালোচিত ভূতচতুষ্টয়কে আধিবিদ্যক আলোচনায় মূল তত্ত্ব বলে স্বীকার করেছে। প্রশ্ন হবে ভূতচতুষ্টয় হল জড়াত্মক। এই জড় পদার্থগুলি থেকে কিভাবে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়েছে? এতদুত্তরে চার্বাক যে মত দিয়েছেন, সেই মত ভূত চৈতন্যবাদ নামে পরিচিত। এই মতের সমর্থনে চার্বাক বলেছে – "ভূতান্যেব চেতয়ন্তে"।

চার্বাক মতে, পৃথিবী, জল, তেজ এবং বায়ু হল মূলতত্ত্ব। এই ভূতচতুষ্টয়ের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে অচেতন হলেও এগুলি যখন পরস্পর মিশ্রিত হয়, তখন এগুলি থেকেই চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। অতএব চৈতন্য বা জ্ঞান স্বতন্ত্র কিছুই নয় তা হল ঐ চতুর্ভূতেরই পরিণাম। চৈতন্যের উৎপত্তি প্রসঙ্গে জড়বাদী চার্বাকের এই মতই ভূতচৈতন্যবাদ নামে প্রসিদ্ধ।

এখন কথা হল-চার্বাকসম্প্রদায় বিশেষ কেন মনকে আত্মা বলেছেন সে কথা আলোচনা করা আবশ্যক। আত্মা সম্বন্ধীয় চার্বাক সম্মত প্রধান মত হল দেহাত্মবাদ কিন্তু দেহাত্মবাদের বিরুদ্ধে নানা আপত্তি উত্থাপিত হয়ে থাকে। একটি গুরুত্বপূর্ণ আপত্তি এই যে, মানুষটি মরে গেলেও দেহ যখন বিনষ্ট হয়নি, শ্মশান ভূমিতে স্থাপিত সেই মৃত শরীর দেখতে বা শুনতে পায় না। এমতাবস্থায় প্রশ্ন হবে কে সেই আত্মা (আমি)? যে দর্শন করে, শ্রবণ করে। এতদুত্তরে অপর চার্বাক সম্প্রদায় বলেছেন ইন্দ্রিয়ই দর্শন করে, ইন্দ্রিয়ই শ্রবণ করে। অতএব ইন্দ্রিয়ই আত্মা।

অতঃপর আত্মা সম্বন্ধে চিন্তাশীল মানুষের মন সূক্ষ্মতর চিন্তায় নিবিষ্ট হয়। মানুষ চিন্তা করে যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় না থাকলেও মানুষটি বেঁচে আছে। দর্শনেন্দ্রিয় বিনষ্ট হয়েছে যার, সেই অন্ধও বেঁচে থাকে, শ্রবণেন্দ্রিয় বিনষ্ট হয়েছে যার সেই বধীরও বেঁচে থাকে। অতএব ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলা যায় না। ইন্দ্রিয়াদির অভাবে জীব বেঁচে থাকে কেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রাণ আছে বলেই জীব বেঁচে থাকে এই প্রাণই হল সকলের আয়ু। প্রাণ না থাকলে মানুষের 'আমি (আত্মা)' থাকে না। অতএব প্রাণই আত্মা।

এখন কথা এই যে, পরবর্তীকালে চার্বাকসম্প্রদায় এর এই প্রাণ-আত্মবাদও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। প্রাণ সচেতন নয়। প্রাণের কোন ইচ্ছা বা অনুভব থাকতে পারে না। যখন নিদ্রাকালে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রভৃতি প্রাণের কার্য চলতে থাকে, তখনও ইন্দ্রিয়বর্গ অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রীয় থাকে। অতএব প্রাণকে ইন্দ্রিয়বর্গের পরিচালক আত্মা বলা যায় না। চার্বাকগণের একটি বিশেষ শাখা সেজন্যই বলেন মনই আত্মা। মনের ইচ্ছা অনুসারেই দেহ এবং ইন্দ্রিয়বর্গ পরিচালিত হয়। প্রকৃতপক্ষে মনই দেখে, মনই শোনে, মনই চিন্তা করে, মনরূপ আত্মাই দেহ-ইন্দ্রিয়াদি সমস্তের নিয়ন্তা। তাছাড়া দেহ ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের আত্মত্ব স্বীকার করলে যে সমস্ত দোষ দেখা দেয় মনের আত্মত্ব স্বীকারে সেগুলি আর থাকে না। -- "নাত্মপ্রতিপত্তি হেতুনাং মনসি সম্ভবাৎ" (৩/১/১৫ ন্যায়সূত্র)

দেহ-আত্মবাদ, ইন্দ্রিয়-আত্মবাদ, প্রাণ-আত্মবাদ প্রভৃতি চার্বাকমতে অনুপপত্তিগুলি কিভাবে মন-আত্মবাদে বারিত হয়েছে সে বিষয়ে এখন আলোচনা করা যেতে পারে। যান্ত্রিক স্থূল দেহকে আত্মা বললে নানাবিধ অনুপপত্তি দেখা দেয়। দেহকেই আত্মা বলে দেহের অবয়বে চেতনা স্বীকার করতে হয়। দেহের অবয়ব চেতন হলে একদেহে অনেক চেতনের সমাবেশ স্বীকার করতে হয়। কিন্তু একদেহে বহু চেতনের অস্তিত্বে প্রকৃতপক্ষে কোন প্রমাণ নাই। আরও কথা এই যে, দেহকে আত্মা বললে বাল্যে অনুভূত বিষয়ের যৌবনের কিংবা বার্ধক্যে স্মরণের অনুপপত্তি হয়, যেহেতু বাল্যযৌবনাদি ভেদে দেহের ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এই সমস্ত অনুপপত্তির কথা ভেবেই চার্বাকের অপর এক সম্প্রদায় বলেছিলেন যে, ইন্দ্রিয়সমূহ থেকে শারীরিক প্রচেষ্টার উৎপত্তি হয়। তাছাড়া 'অহম্ অজ্ঞঃ', 'অহম্ বধীরঃ', 'অহম্ অন্ধঃ' ইত্যাদি বাক্যে প্রকাশিত অনুভবের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের আত্মত্বই সিদ্ধ হয়। অতএব ইন্দ্রিয়ই আত্মা। কিন্তু ইন্দ্রিয়কে আত্মা বললেও কতগুলি অনুপপত্তি ঘটে। ইন্দ্রিয় একই শরীরে নানা। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের আত্মত্ব স্বীকারেও একই শরীরে নানা চেতন আত্মা স্বীকার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু একই শরীরে নানা চেতনের অস্তিত্ব প্রমাণ সিদ্ধ নয় -- "একশরীরে জ্ঞাতৃবহুত্বম্, নিরণুমানম্"।

ইন্দ্রিয় আত্মবাদের বিরুদ্ধে আরও আপত্তি এই যে, ইন্দ্রিয়গুলি ব্যবস্থিত বিষয় অর্থাৎ এক-একটি ইন্দ্রিয় এক-একটি বিষয়কে গ্রহণ করে, অপর বিষয়কে নয়। যেমন- চক্ষুরিন্দ্রিয় কেবল রূপকে গ্রহণ করে, রসনেন্দ্রিয় কেবল রস বা স্বাদকে গ্রহণ করে, শ্রবণেন্দ্রিয় গ্রহণ করে কেবল শব্দকে ইন্দ্রিয়সমূহের এরূপ বিষয়ব্যবস্থা বশতঃই ইন্দ্রিয়সমূহকে আর আত্মা বলা যায় না, যেহেতু রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যবিষয়ের একজন জ্ঞাতা সকলের অনুভব সিদ্ধ। মহর্ষি গৌতম ইন্দ্রিয় আত্মবাদের এরূপ অনুপপত্তি প্রদর্শন করবার জন্যই স্বয়ং বলেছেন -- ন বিষয়-ব্যবস্থানাৎ। (৩/১/২)

ইন্দ্রিয় আত্মবাদের এই সমস্ত অনুপপত্তির বিবেচনা করেই চার্বাককের অপর এক সম্প্রদায় বললেন প্রাণই আত্মা। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বিশেষ না থাকলেও জীব বেঁচে থাকে নিদ্রা অবস্থায় ইন্দ্রিয়সমূহের কার্য বন্ধ হয়ে গেলেও প্রাণের কার্য শ্বাস-প্রশ্বাস চলতে থাকে ইন্দ্রিয়সমূহ বরং নিজ নিজ অস্তিত্বে জন্য প্রাণের উপরেই নির্ভরশীল অতএব প্রাণই আত্মা। যান্ত্রিক দেহ অথবা ইন্দ্রিয়কে আত্মা বললে একশরীরে বহুচেতনের সমাবেশ স্বীকার করতে হয়। কিন্তু প্রাণের আত্মত্ব স্বীকার করলে এরূপ অনুপপত্তি হয় না। অতএব প্রাণই আত্মা। চার্বাকসম্প্রদায়বিশেষ আরও বলেন যে, বাল্য যৌবনাদি ভেদে শরীর ভেদ হলেও প্রাণের ভেদ হয় না। বাল্যাবস্থায় যে প্রাণ ছিল বৃদ্ধ অবস্থাতেও সেই প্রাণই শরীরে থাকে। অতএব প্রাণই আত্মা।

এখন কথা এই যে, চার্বাকসম্প্রদায়বিশেষ প্রাণের আত্মত্ব খন্ডন করে মনকেই আত্মা বললেন। প্রাণ-আত্মবাদ খন্ডনে তার মূল আপত্তি এই যে, প্রাণ বায়ু মাত্র। অতএব সেই প্রাণ অচেতন। প্রাণের কোন ইচ্ছা অনুভব বা বোধ থাকতে পারে না। মানুষ গাঢ় নিদ্রায় সুষুপ্তিতে সমাচ্ছন্ন থাকলে প্রাণের ক্রিয়ার কোন ব্যাঘাত

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

ঘটে না বটে কিন্তু সুষুপ্ত ব্যক্তিতে চেতনার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। প্রাণ আত্মা হলে এরূপ হত না। অতএব স্বীকার করতে হবে যে, প্রকৃতপক্ষে যে দেখে, যে শোনে, যে অনুভবিতা, যে স্মর্তা, সে হল মন। অতএব মনই আত্মা। মনের ইচ্ছা অনুসারেই প্রকৃতপক্ষে দেহ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় পরিচালিত হয়। মন আছে বলেই স্মৃতি হয়। প্রতি শরীরে এই মন এক হওয়ায় সেই মনকে আত্মা বললে একদেহে বহু চেতনের অস্তিত্ব স্বীকারের যে অনুপপত্তি সেই অনুপপত্তিও ঘটে না। অতএব চার্বাকসম্প্রদায়বিশেষ বললেন যে, প্রতি জীবের শরীরাভ্যন্তরস্থ যে মন সেই মনই আত্মা।

এখন একটি কথা বলা যেতে পারে, চার্বাক জড়বাদী, তিনি জড়কে তত্ত্ব বলে স্বীকার না করে পারেন না। তাদের মতে আত্মা স্বরূপ যে মন সেটি স্থূল দেহে ভূতচতুষ্টয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন, নচেৎ সেই মন চেতন হতে পারে না। দেহ বিনষ্ট হলে মনও বিনষ্ট হয়। দেহ নাই কিন্তু মন আছে এরূপ কল্পনা চার্বাকদের মতে কষ্ট কল্পনা মাত্র। সদানন্দ যোগীন্দ্র বিরচিত 'বেদান্তসার' গ্রন্থে এহেন মন-আত্মবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। --

"ইতরেন্দ্রিয়াদ্যভাবেহপি সত্ত্বাৎসমন এবাত্মা"। (বার্হস্পত্য সূত্র)

মন-আত্মবাদী চার্বাকদের বক্তব্য এই যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে অনুপস্থিতি সত্ত্বেও জীবের আমি (আত্মা) থাকে। দৃষ্টিহীন ব্যক্তি দেখতে না পেলেও জীবিত থাকে, বোধীর শুনতে না পেলেও জীবিত থাকে। এইভাবে ইন্দ্রিয়াদির অভাবেও বিদ্যমান থাকায় মনকেই আত্মা বলতে হবে।

মনের আত্মত্ব নিয়ে বিচার:

আমরা ইতঃপূর্বে চার্বাকদার্শনিকসম্প্রদায় বিশেষের সমর্থিত মন-আত্মবাদ আলোচনা করেছি। এখন বলা আবশ্যক যে, নৈয়ায়িকগণ মনের আত্মত্ব স্বীকার করেন না। মহর্ষি গৌতমোক্ত ন্যায়দর্শনে উক্ত মন-আত্মবাদ খন্ডনের নানা যুক্তির অবতারনা করা হয়েছে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ও সংশ্লিষ্ট ন্যায়-সূত্রভাষ্যে মন-আত্মবাদ খন্ডনে ন্যায়মত সুব্যক্ত করেছেন। মনকে আত্মা বললে জ্ঞাতা এবং জ্ঞান সাধনের যে ভেদ তার উপপত্তি হয় না। জ্ঞাতা ও তার জ্ঞানের সাধন এতদুভয়ই যখন স্বীকার্য, তখন জ্ঞাতাকে মন বলে অভিহিত করলে কেবলমাত্র নাম ভেদই হয়ে থাকে, তাকে জ্ঞানের সাধন থেকে ভিন্ন যে জ্ঞাতা তার অপলাপ হয়।

মহর্ষির প্রকৃত কথা এই যে, জ্ঞাতার সমস্ত জ্ঞানের সাধন বা করণ অবশ্যই স্বীকার্য্য। রূপাদি জ্ঞানের সাধন চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রভৃতি যে স্বীকৃত আছে সেইরূপ সুখাদি জ্ঞানের (প্রত্যক্ষর) কোন সাধন বা করণ আবশ্যই স্বীকার করতে হবে। নচেৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ চক্ষুরাদি বিলোপ হয় বা ইন্দ্রিয়বর্গ নিরর্থক হয়ে পড়ে। বস্তুতঃকরণ ব্যতীত রূপাদির প্রত্যক্ষ হতে পারে না বলে জ্ঞাতার কোন একটি অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয় অবশ্যই মানতে হবে সেই অন্তরিন্দ্রিয়ের নামই মন। এখন যদি মনকেই আত্মা বলা হয়, তবে সুখ দুঃখাদির প্রত্যক্ষের কোন করণ না থাকায় ওই সকল প্রত্যক্ষের উপপত্তি হবে না। অথচ অহংসুখী, অহং দুঃখী এইভাবে সুখাদির প্রত্যক্ষ সকলেরই হয়ে থাকে। সুখাদির প্রত্যক্ষের উপপত্তি করতে গেলে মন নামক অন্তরিন্দ্রিয় স্বীকার করতেই হবে। এমতাবস্থায় উক্ত মনকে আর জ্ঞাতা, আত্মা বলা যাবে না।

মনের আত্মত্ব খন্ডন করবার জন্য পূর্বোক্ত যুক্তির অবতারণা করে মহর্ষি গৌতম ৩/১/১৬ সূত্রে বলেছেন – "জ্ঞাতুর্জ্ঞানসাধনোপপত্তেঃ সংজ্ঞাভেদমাত্রম্"।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন উক্ত সূত্রের ভাষ্যে মনকে মতি সাধন বলে উল্লেখ করেছেন। তাৎপর্যটীকাতে ওই 'মতি' শব্দের অর্থ বলা হয়েছে, স্মৃতি এবং অনুমিতি। জন্যজ্ঞান মাত্রই যে কোন-না-কোন ইন্দ্রিয় জন্য, সে কথা রূপাদির প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দৃষ্টান্তে সিদ্ধ হয়। স্মৃতি অনুমিতি প্রভৃতি জ্ঞানের কারণ রূপেও মন নামক একটি অন্তরিন্দ্রিয় অবশ্য স্বীকার্য্য। স্মৃতি অনুমিতি প্রভৃতি জ্ঞানরূপ 'মতি'র সাধনরূপে স্বীকৃত হওয়ায় ঐ পদার্থের নাম 'মন'। ওই মনের দ্বারা তদ্ভিন্ন যে জ্ঞাতা মতি বা

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

মনন করে তার নাম হল মন্তা। মতির কর্তা অর্থাৎ মন্তা এবং মতি সাধন অন্তরিন্দ্রিয় মন পৃথকভাবে স্বীকার্য হওয়ায় মনের আত্মত্বই খন্ডিত হয় বস্তুতঃ জ্ঞাতা বা মন্তা পদার্থ স্বীকার করে তাকেই আত্মা না বলে মন নামে অভিহিত করলে মূল সিদ্ধান্তে হানি হয় না। প্রকৃত কথা এই যে, মন বা মতিসাধন অন্তরিন্দ্রিয়রূপে সিদ্ধ হওয়ায় মনকে জ্ঞাতা বা মন্তা বলা যায় না।

পূর্বপক্ষী এইস্থলে ন্যায়মতের বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থিত করেন। তিনি বলেন যে, প্রত্যক্ষ যিনি জ্ঞাতা ঘট-পটাদি, তদ্গতরূপ স্পর্শাদির প্রত্যক্ষে অর্থাৎ বাহ্যবিষয়ের প্রত্যক্ষে সাধন আছে বা করণ আছে। বাহ্যপ্রত্যক্ষ স্থলে ওই করণ হল চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়। কিন্তু সুখ-দুঃখাদি হল আন্তরবিষয় ওই আন্তর বিষয়গুলি জ্ঞাতা বা মন্তা আত্মাতে সরাসরি ভাবেই আশ্রিত থাকে। অতএব করণ বা সাধন ব্যতিতই সুখ দুঃখাদির প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। পূর্বপক্ষীর প্রকৃত কথা এই যে, ঘট-পটাদি হল আত্মা থেকে ভিন্ন বাহ্য বস্তু। সেজন্যই ওইগুলির প্রত্যক্ষ স্থলে কোন করণের অপেক্ষা থাকে কিন্তু সুখ-দুঃখাদির মন্তা আত্মাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই আশ্রিত থাকে। অতএব কোন সাধন বা করণ ব্যতিরেকেই আত্মগত সুখাদির প্রত্যক্ষ হয়। এমতাবস্থায় নৈয়ায়িক মনের আত্মত্ব খন্ডনের উদ্দেশ্যে পূর্বালোচিত যে যুক্তির অবতারনা করেছেন সেটি অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ে।

মহর্ষি গৌতম পূর্বপক্ষীর এই বক্তব্যের উত্তরে ন্যায় দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের সপ্তদশতম সূত্রে বলেছেন – 'নিয়মশ্চ নিরণুমানঃ'।

মহর্ষির বক্তব্য এই যে জ্ঞাতার রূপাদির প্রত্যক্ষের সাধন আছে কিন্তু সুখাদির প্রত্যক্ষের সাধন নাই এইরূপ নিয়মের কোন প্রমাণ নাই। অর্থাৎ এরূপ নিয়ম স্বীকার্য নয়। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ও মহর্ষির বক্তব্য বোঝাতে সূত্রভাষ্যে বলেছেন -- "অয়ং নিয়মো নিরণুমানো নাত্রানুমানমস্তি, যেন নিয়মং প্রতিপদ্যামহ ইতি"।

সুখ দুঃখাদির প্রত্যক্ষের সাধন বা করণ রূপ নৈয়ায়িকগণ যে মন স্বীকার করেছেন, পূর্বপক্ষী সেই সাধন মনকেই অস্বীকার করতে চেয়েছেন। যেহেতু তাঁর মতে সুখাদির প্রত্যক্ষে কোন করণ নাই। কিন্তু মহর্ষি গৌতম এবং ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন উভয়েই পূর্বপক্ষীর এই বক্তব্য স্বীকার করেন না। জ্ঞাতার রূপাদি বাহ্যবিষয়ের প্রত্যক্ষে সাধন আছে কিন্তু সুখাদি প্রত্যক্ষে কোন সাধন নাই, এরূপ নিয়মের কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং প্রমাণাভাবে নিয়মটিকে স্বীকার করা যায় না।

প্রশ্ন হবে সুখাদির প্রত্যক্ষের যে করণ আছে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি ?

নৈয়ায়িকগণের মতে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ হল অনুমান। নৈয়ায়িকের প্রদত্ত অনুমানটি নিম্নরূপ:-

সুখ দুঃখাদিসাক্ষাৎকারঃ সকরণকঃ জন্যসাক্ষাৎকারত্বাৎ রূপাদিসাক্ষাৎকারবৎ।

এই অনুমানে সুখ দুঃখাদির প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎকাররূপ পক্ষে সকরণত্বরূপ সাধ্য অনুমিত হচ্ছে এবং এই অনুমানে অনুমাপক হেতু হলঃ জন্যসাক্ষাৎকারত্ব। অনুমানে উদাহরণ রূপাদি সাক্ষাৎকার। রূপাদির প্রত্যক্ষ জন্যপ্রত্যক্ষ হওয়ায় যেমন-কোন ইন্দ্রিয়জন্য উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সুখাদির প্রত্যক্ষও একপ্রকার প্রত্যক্ষ হওয়ায় ওইগুলিও সকরণক হবে অর্থাৎ ওইগুলির প্রত্যক্ষ করণ বা সাধন স্বীকার করতে হবে। রূপাদির প্রত্যক্ষে করণ বা সাধন হল মন। এইভাবেই মনের প্রত্যক্ষ সাধনত্ব অনুমানসিদ্ধি হওয়ায় মনকে আর আত্মা বলা যাবে না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা আবশ্যক চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গন্ধের লৌকিক প্রত্যক্ষ না হওয়ায় যেমন গন্ধগ্রাহক স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) স্বীকার করতে হয়, তেমনই ওই রূপাদি বাহ্যবিষয় থেকে ভিন্ন বিষয়ের সুখাদির প্রত্যক্ষেও অবশ্যই কোন করণান্তর স্বীকার করতে হবে। সুখাদি আন্তরবিষয় হওয়ায় তাদের প্রত্যক্ষ অন্তঃইন্দ্রিয় জন্যই হবে সেই অন্তরিন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণ হল মন।

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ন্যায়শাস্ত্রে যে চতুর্বিধ প্রমাণ স্বীকৃত হয়েছে সেগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষই প্রথম এবং প্রধান। প্রত্যক্ষ প্রমাণের ফল হল: প্রত্যক্ষাত্মক প্রমা জ্ঞান। ওই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের যে লক্ষণ প্রাচীন এবং নবীন নৈয়ায়িকগণ প্রায়শই দিয়ে থাকেন সেটি হল : 'ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষজন্য জ্ঞান' অথবা ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান। এতসমস্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণেই প্রত্যক্ষের উৎপত্তিতে ইন্দ্রিয়ের কারণতা স্বীকৃত হয়েছে। এই প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ বাহ্য এবং আন্তর এই উভয় প্রকার প্রত্যক্ষেই প্রত্যক্ষত্ব জাতি ও প্রমাণসিদ্ধ অতএব বাহ্যপ্রত্যক্ষে চক্ষুরাদি করণ থাকবে কিন্তু আন্তর প্রত্যক্ষে ওইরূপ কোন করণ থাকবে না, এই নিয়ম প্রমাণসিদ্ধ নয়। মহর্ষি গৌতম সূত্র মধ্যে দৃঢ়ভাবে এই ন্যায় শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তই সুব্যক্ত করেছেন।

চার্বাক সম্প্রদায় বিশেষের সমর্থিত 'মন-আত্মবাদ' সম্পর্কিত যুক্তিসমূহ ও তদ্বিষয়ে রামতীর্থকৃত বিচার:-

আমরা জড়বাদী চার্বাকসম্প্রদায়বিশেষের সমর্থিত মন-আত্মবাদ আলোচনা করেছি। এখন কথা হল: সদানন্দ যোগীন্দ্র প্রণীত ও 'বেদান্তসার' গ্রন্থের উপর বিরচিত বিদ্বন্মনোরঞ্জনী টীকায় রামতীর্থ মন-আত্মবাদের অনুকূলে প্রদত্ত কতগুলি যুক্তি উল্লেখ করেছেন। ওই স্থলে প্রদত্ত যুক্তি দ্বিবিধ। প্রথম যুক্তিটি এই যে, সুষুপ্তি, মূর্ছা প্রভৃতি অবস্থায় মন সুপ্ত হলে প্রাণাদির অভাব হয়। এজন্যই স্বীকার্য যে, প্রাণাদি মনের অধীন। মন জাগ্রত থাকলে প্রাণ থাকে, মন সুপ্ত হলে প্রাণ থাকে না। সুষুপ্ত পুরুষের যে শ্বাস-প্রশ্বাস সেটি দ্রষ্টার কল্পনা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে সুষুপ্ত অবস্থায় মানুষের স্বীয় শ্বাস-প্রশ্বাসাদি বিষয়ে কোন জ্ঞান না থাকায় প্রাণাদির অভাব স্বীকার করতে হয়। কিন্তু ওই অবস্থায় মন থাকে বলে মানুষটি বেঁচে থাকে। অতএব সদাজাগুরুক মনই আত্মা। এইভাবে অন্বয় ব্যতিরেকদ্বারা প্রাণের মন-অধীনত্ব সিদ্ধ হওয়ায় মনের আত্মত্বই স্বীকার্য্য হয়।

যদ্ বা প্রাণাদেঃ অভাবাৎ ইতি তদ্ব্যাপারোপরমে সুষুপ্ত্যাদৌ তস্য অভাবম্ উপচর্য্য ইদম্ উচ্যতে। (১০১ বিদ্বন্মনোরঞ্জনী)

মন-আত্মবাদের সমর্থনে রামতীর্থের অপর যুক্তি এই যে, যখন মানুষ স্বপ্ন দেখে অথবা পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের স্মরণ করে, তখন ওই উভয় ক্রিয়াই মনের দ্বারা সম্ভব হয় বলে মনের আত্মত্ব অনস্বীকার্য্য। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় স্বপ্নদর্শনে সমর্থ নয় অথবা পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মরণেও তারা অসমর্থ। অচেতন প্রাণের পক্ষেও স্বপ্ন দর্শনাদি অসম্ভব। অতএব স্বপ্নদর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি উপপত্তি করবার জন্য মনকেই আত্মা বলে স্বীকার করতে হবে।

"-তথা চ ইন্দ্রিয়েষু উপসংহৃতব্যাপারেষু প্রাণে চ উপসংহৃতপ্রাণনাপাননেতরবৃত্তৌ মনসা এব কেবলেন স্বপ্নাদেঃ উপলম্ভাৎ মন এব আত্মা"।

প্রদত্ত যুক্তি সংক্ষেপে আলোচনা করা আবশ্যক। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ঘট-পটাদি বাহ্যবিষয়ের প্রত্যক্ষেই সমর্থ কিন্তু যখন ওই ঘট-পটাদি বস্তু স্বপ্নে দৃষ্ট হয়, তখন স্বপ্নদৃষ্টবস্তুগুলির প্রত্যক্ষ চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপন্ন হতে পারে না। কারণ ওইগুলি লৌকিকসন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষ নয়। সন্নিকর্ষ বলতে ইন্দ্রিয় বিষয়ের সম্বন্ধকে বোঝায়। ঘট-পটাটি বাহ্য-বিষয়ের সঙ্গে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হলে লৌকিকসম্বন্ধ। কিন্তু স্বাপ্ন বস্তুর প্রত্যক্ষে ওইরূপ কোন লৌকিক সন্নিকর্ষ সম্ভব নয়। কিন্তু স্বপ্নে যে সকলেরই বিষয় সমূহের প্রত্যক্ষ হয় এবং স্বপ্নে যে আবার সেই সমস্ত বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্য সুখ দুঃখাদির অনুভব হয় সেকথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। কিন্তু ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা ওই সুখ দুঃখাদির অনুভবেরও কোন ব্যাখ্যা হয় না। আরও কথা হল প্রাণ বায়ুমাত্র। তার চেতনা নাই। অচেতন প্রাণ স্বপ্ন দেখে, স্বাপ্ন বস্তুর দর্শনে সুখ দুঃখাদির অনুভব করে, এমন কথাও বলা যায় না। এমতাবস্থায় স্বাপ্নবস্তুর দ্রষ্টা বলে মনকেই স্বীকার করতে হয়। স্বাপ্নবস্তুর প্রত্যক্ষজনিত সুখ দুঃখাদির অনুভবিতা রূপেও মনকেই স্বীকার করতে হয়। অতএব এই যুক্তির দ্বারা মনের আত্মত্বই সিদ্ধ হয়।

উক্ত যুক্তিগুলির খন্ডন:-

এখন নৈয়ায়িকের দৃষ্টিতে চার্বাকসম্প্রদায়বিশেষের প্রদত্ত পূর্বালোচিত যুক্তিগুলির বিচার করা যেতে পারে। নৈয়ায়িকগণ প্রাণ, মন এগুলির কোনটিকেই জীবের 'আমি' বা আত্মা বলে স্বীকার করেন না। তাঁর মতে, আত্মা এগুলির অতিরিক্ত। উপনিষদে প্রদত্ত আখ্যায়িকাকে নির্দেশ করে নৈয়ায়িকও বলবেন যে, দেহে প্রাণ না থাকলে মনও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এইদিক থেকে মনের প্রাণ-অধীনত্ব স্বীকার্য। প্রকৃতপক্ষে মন একটি ইন্দ্রিয়, আন্তরবিষয়গুলির প্রত্যক্ষে মনেরকরণত্ব যুক্তিসিদ্ধ। বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয় কোনটিই নিষ্প্রাণ দেহে কার্য করে না তবে সুষুপ্ত অবস্থায় শরীরাভ্যন্তরস্ত প্রাণবায়ু স্বীয় কার্য করে যায়। নচেৎ সুষুপ্তি মূর্ছা এবং মৃত্যুর মধ্যে পার্থক্য থাকে না। সুষুপ্তি দশায় জ্ঞান নাই। তার কারণ হল জ্ঞানোৎপত্তির অন্যতম নিমিত্ত কারণ যে ত্বঙ্মনঃ-সংযোগ, সেটি থাকে না। সুষুপ্তি দশায় মন ত্বগিন্দ্রিয়রহিত পুরীতৎনাড়ীতে অবস্থান করে। কিন্তু সুষুপ্তি দশায় প্রাণের অভাব না হওয়ায় সুষুপ্তিভঙ্গে সুষুপ্তপুরুষ জাগ্রত হয়। এর দ্বারা স্বীকার্য হয় যে, মন আত্মা নয়, যেহেতু প্রাণ মনের অধীন নয়।

চার্বাকের দ্বিতীয় যুক্তিটিও নৈয়ায়িকের সম্মত নয়। স্বাপ্নদর্শন একটি সর্বানুভবসিদ্ধ সত্য। এই সত্যের অপলাপ করা যায় না। কিন্তু স্বাপ্নদর্শনও একপ্রকার প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষের উৎপত্তিতেও ইন্দ্রিয়ের কারণতা স্বীকার্য। চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় স্বাপ্নবস্তুগুলির প্রত্যক্ষ করতে পারে না, যেহেতু স্বাপ্নবস্তুগুলি আন্তর। আন্তরবস্তুর প্রত্যক্ষে করণ হয় অন্তরিন্দ্রিয়। সেই অন্তরিন্দ্রিয়ই মন। অতএব মনকে আত্মা বলা যায় না। মন আত্মা হলে সর্বানুভবসিদ্ধ স্বাপ্ন দর্শনের উপপত্তি করা যায় না। প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক যে, স্বাপ্নবস্তুর প্রত্যক্ষ অলৌকিক সন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষ। এই অলৌকিক সন্নিকর্ষ হল জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ। পূর্বদৃষ্ট বস্তুর স্মৃতিজ্ঞান স্বপ্নে ওই সকল বস্তুর প্রত্যক্ষ করায়। তাই স্বাপ্নজ্ঞান প্রত্যক্ষাত্মক এবং ওই প্রত্যক্ষ অলৌকিক জ্ঞানলক্ষণ-সন্নিকর্ষ জনিত প্রত্যক্ষ।

শেষ কথা এই যে, মন কখন স্মর্তা হতে পারে না। স্মৃতিরূপ জ্ঞানের উৎপত্তিতেও মনের কারণতা অঙ্গীকার্য্য। জীবাত্মাই মনের দ্বারা পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ করে। স্মৃতির কর্তা হল আত্মা এবং স্মৃতির সাধন হল মন। কর্তা ও তার সাধন এক নয়। তাই এই যুক্তিতেও মনকে আত্মা বলা যায় না। বস্তুতঃ স্মৃতি আত্মগুণ হলেই তার সদ্ভাব থাকে। নচেৎ স্মৃতিই হতে পারে না। মহর্ষি গৌতম স্বয়ং ৩/১/১৪ ন্যায় সূত্রে বলেছেন -- "তদাত্ম-গুণত্বসদ্ভাবাদ প্রতিষেধঃ"।

স্মৃতি গুণপদার্থ এবং কখনই গুণ পদার্থ নিরাশ্রয় হতে পারে না। গুণের আশ্রয় পদার্থ হল দ্রব্য। গুণত্ব বশতঃ স্মৃতিরও আশ্রয় অবশ্যই আছে। কিন্তু কেবল ঘট-পটাদি স্মর্তব্য বিষয়কে স্মৃতির আশ্রয় বলা যায় না। এর কারণ হল, অতীত পদার্থেরও স্মৃত্যাত্মক জ্ঞান হয়ে থাকে। ঘট-পটাদি অনিত্য পদার্থ ঘটাদি বিনষ্ট হলে অতীত পদার্থের সত্তা না থাকায় ওই স্মৃতিও নিরাশ্রয় হয়ে পড়ে।

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কেও স্মৃতির আশ্রয় বলা যায় না। ওই ইন্দ্রিয়বর্গ হল ব্যবস্থিত বিষয়। অতএব কোন ইন্দ্রিয়ই সর্বানুভবী না হওয়ায় সকল বিষয় স্মরণ করতে পারে না। যেমন-চক্ষুরিন্দ্রিয় ঘট ও ঘটগতরূপের অনুভবিতা রূপে ওই সকল বিষয়ের স্মর্তা হলেও ঘটগত গন্ধের স্মর্তা হতে পারে না।

শরীরকেও স্মৃতির আশ্রয় বলা যায় না; কারণ বাল্য-যৌবনাদি ভেদে শরীরের ভেদ হওয়ায় বাল্যশরীরের অনুভূত বিষয় বৃদ্ধশরীর স্মরণ করতে পারে না। একথা অনস্বীকার্য্য যে, একের অনুভূত বিষয় অপরে স্মরণ করতে পারে না। কিন্তু বাল্যকালে দৃষ্টবস্তুর স্মৃতি বার্ধ্যক্যেও হতে দেখা যায়।

প্রাণও বায়ু মাত্র। অচেতন বায়ুতে স্মৃতির আশ্রয়ত্ব কল্পনা করা যায় না। স্মৃতিরূপ গুণের আধার অবশ্যই কোন চেতন পদার্থ হবে, যেহেতু স্মৃতি

একপ্রকার জ্ঞান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা আবশ্যক যে, জ্ঞান দ্বিবিধ -- অনুভব এবং স্মৃতি। জ্ঞানের আশ্রয় পদার্থই চেতন পদার্থ এবং বায়ুভূতপদার্থ হওয়ায় তা অচেতনই বটে।

সংশ্লিষ্ট স্থলে শেষ কথা এই যে, মনকেও স্মৃতি জ্ঞানের আশ্রয় বলা যায় না। এতদ্বিষয়ে পূর্বালোচিত যুক্তির অতিরিক্ত যুক্তি এই যে, ন্যায়-বৈশেষিক মতে মন অনুপরিমিত দ্রব্য। অনুপরিমিত দ্রব্য এবং তদ্গত গুণ-কর্ম্মাদির লৌকিক প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। অনুপরিমিত মনে স্মৃতিজ্ঞান আশ্রিত থাকলে ওই স্মৃতি জ্ঞানেরও প্রত্যক্ষ হতে পারে না। অথচ 'অহম্ স্মরামি', এইভাবে স্মৃতি জ্ঞানেরও প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। সবিকল্পক জ্ঞান মাত্রের এই যে প্রত্যক্ষ একে বলা হয় অনুব্যবসায়। স্মৃতি অনুপরিতি মনে আশ্রিত থাকলে তার অনুব্যবসায় হতে পারবে না। অতএব স্মৃতি অনুব্যবসায়ের উপপত্তির জন্য স্মৃতিকে অনুপরিমিত মনে আশ্রিত বলা যাবে না। আরো কথা হল: অনুব্যবসায় বলতে সবিকল্পপ জ্ঞানের আন্তর প্রত্যক্ষকেই বোঝায়। এইরূপ আন্তর প্রত্যক্ষের সাধন বা করণ হল মন। মন সাধন বা করণ হওয়ায় তার আত্মত্বও খন্ডিত হয়। ফল কথা এই যে, নৈয়ায়িকসম্প্রদায় নানা যুক্তি সহায়ে মনের আত্মত্ব খন্ডন করেন।

উপসংহারঃ-

আলোচ্য প্রবন্ধে মনের আত্মত্ব বিচারনিষ্ঠ আলোচনা করেছি। ভারতীয় দর্শনের অন্তর্গত আস্তিক ও নাস্তিক সম্প্রদায়গুলিতে মনসংক্রান্ত নানা আলোচনা পরিদৃষ্ট হয়। প্রত্যক্ষ এবং শ্রুতির অবিরোধী অনুমান তথা ন্যায়ের মাধ্যমে আমরা সেই সমস্ত মত পরীক্ষা করেছি। মন কি? মন বলে কোন পদার্থ আদৌ আছে কিনা? প্রতি শরীরে মনের সংখ্যা কত? মনের পরিমাণ কি? মন নিত্য কি-অনিত্য?-এত সমস্তই হল মনসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। দর্শনশাস্ত্রে গোঁড়ামির কোন স্থান নেই। বিচার বা পরীক্ষার মাধ্যমেই দার্শনিক সত্যে উপনিত হতে চেষ্টা করেন। এই প্রবন্ধে আমরা নৈয়ায়িকের দৃষ্টিতে চার্বাক সম্প্রদায়ের বিশেষের মনের আত্মত্ব মতামতের পরীক্ষা করেছি। মহামতি বাৎস্যায়ন মহর্ষি গৌতমোক্ত ন্যায়সূত্রের ভাষ্যে স্পষ্টই বলেছেন যে, উদ্দেশ, লক্ষণ এবং পরীক্ষা-এই তিনটিতেই ন্যায়শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হয়। এখানে পরীক্ষা বলতে প্রত্যক্ষ এবং শ্রুতির অবিরোধী অনুমানকেই বোঝান হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন যে, পরার্থানুমানই ন্যায়। কিন্তু, যদি ওইরূপ কোন অনুমানে সর্বানুভবসিদ্ধ সত্যে অপলাপ হয় কিংবা ওইরূপ কোন অনুমানলব্ধ অনুমিতির সঙ্গে শ্রুতির বিরোধ হয়, তাহলে সেই পরার্থানুমান ন্যায়াভাস বলে উপেক্ষিত হবে। মহামতি বাৎস্যায়নের এই সমস্ত কথার তাৎপর্যানুধাবন করে আমরাও প্রবন্ধ মধ্যে মনের আত্ম তত্ত্বের নানা পরীক্ষা করেছি।

এখন কথা হল-জড়বাদীসম্প্রদায়-বিশেষ আত্মা এবং মনের পার্থক্য অস্বীকার পূর্বক মনের আত্মত্ব স্বীকার করেছেন। কিন্তু পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, মনের আত্মত্ব স্বীকার করলে সর্বানুভবসিদ্ধ নানা সত্যের অপলাপ হয়। শ্রুতিতেও মনের আত্মত্ব স্বীকৃত হয়নি। তৈতিরীয় উপনিষদে একটি বাক্য আছে –"অন্যঃ অন্তর আত্মা মনোময়ঃ"। -- এই বাক্যের দ্বারা আপাততঃ মনের আত্মত্বই প্রতীয়মান হলেও এটি যে, শ্রৌত সিদ্ধান্ত নয়, সেকথা অনস্বীকার্য। এই স্থলে প্রকৃতপক্ষে উপনিষদে একটি পূর্বপক্ষীয় মতই উপস্থাপিত হয়েছে। বস্তুতঃ নৈয়ায়িক মনকে অন্তরিন্দ্রিয় বা অন্তঃ করণ বলেই স্বীকার করেন। প্রত্যক্ষের সাধন হল ইন্দ্রিয়। সুখ-দুঃখাদির অপরোক্ষ অনুভব বা প্রত্যক্ষের কোন সাধন অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। চক্ষুরাদিকে সুখ-দুঃখাদির আন্তর পদার্থের প্রত্যক্ষের সাধন বলা যায় না। অতএব ওই স্থলে সুখ-দুঃখাদির প্রত্যক্ষের উপপত্তি করবার জন্য মনকেই ইন্দ্রিয়রূপে স্বীকার করতে হয়। মন যখন ইন্দ্রিয়, তখন মনকে আত্মা বলবার সঙ্গত কোন কারণ নেই। ইন্দ্রিয়মাত্রই হল প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের সাধন। অতএব জ্ঞাতা আত্মা এবং জ্ঞানসাধন ইন্দ্রিয়ে পার্থক্য অনস্বীকার্য।

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে চার্বাক সম্প্রদায়ের 'মন-আত্মবাদ' একটি কৌতূহলী ও প্রগতিশীল চিন্তাধারার পরিচয় বহন করে। জড়বাদী ভূতচৈতন্যবাদের গণ্ডিতে আবদ্ধ থেকেও স্বপ্ন, স্মৃতি ও ইচ্ছাশক্তির মতো জটিল মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াসমূহের ব্যাখ্যা দিতে চার্বাকেরা যে মনকে আত্মার আসনে অধিষ্ঠিত করার প্রয়াস করেছিল, তা তাদের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণেরই সাক্ষ্য দেয়। তবে নৈয়ায়িকগণ তাদের অকাট্য যুক্তি ও সুসংহত জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামোর মাধ্যমে এই মতবাদকে যে খণ্ডন করেছেন, তা ভারতীয় দর্শনের চিরকালীন উৎকর্ষের নিদর্শন।

ন্যায়-বৈশেষিক সিদ্ধান্তের সারমর্ম হলো—কর্তা (জ্ঞাতা) এবং করণের (সাধন) মধ্যে পার্থক্য থাকা আবশ্যিক। মন হলো অভিজ্ঞতার একটি অভ্যন্তরীণ সাধন বা 'অন্তরিন্দ্রিয়' মাত্র, স্বয়ং 'জ্ঞাতা' নয়। যদি মনকেই আত্মা বা জ্ঞাতা বলে স্বীকার করা হয়, তবে সুখ-দুঃখাদির প্রত্যক্ষের জন্য অন্য কোনো করণ খুঁজে পেতে হবে, যা দর্শনের মৌলিক নিয়মকে বিঘ্নিত করে। বিশেষত, মনের 'অণুপরিমাণত্ব' তত্ত্ব এবং স্মৃতির মতো গুণপদার্থের আশ্রয়ের প্রশ্নে চার্বাকীয় মতবাদ যৌক্তিকভাবেই অসিদ্ধ প্রতিপন্ন হয়। চার্বাক সম্প্রদায়ের মতের থেকে ন্যায়-বৈশেষিকসম্প্রদায়ের মতকে বেশী বাস্তবসম্মত ও যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছে, তাই ন্যায়-বৈশেষিক মতকেই সিদ্ধান্তী হিসাবে গ্রহণ করেছি।

গ্রন্থপঞ্জী

(১) কর, গঙ্গাধর (১৪১৫ বঙ্গাব্দ)। তর্কভাষা। কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

(২) গোয়েন্দকা, জয়দয়াল (অনূদিত ও ব্যাখ্যাত) (২০১১ খ্রীঃ)। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। গোরক্ষপুর: গীতাপ্রেস।

(৩) গোস্বামী, নারায়ণচন্দ্র (অনূদিত ও ব্যাখ্যাত) (১৪০৬ বঙ্গাব্দ) | সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার।

(৪) চক্রবর্তী, ডঃ তপন কুমার (১৯৯৫ খ্রীঃ)। দর্শন মঞ্জরী। কলকাতা: পান্ডুলিপি।

(৫) চক্রবর্তী, ডঃ নীরদবরণ (২০০৪ খ্রীঃ)। ভারতীয় দর্শন। কলকাতা: দত্ত পাবলিশার্স।

(৬) তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ (২০০৩ খ্রীঃ)। ন্যায়দর্শন (১ম খন্ড)। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।

(৭) তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ (২০০০ খ্রীঃ)। ন্যায়দর্শন (২য় খন্ড)। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।

(৮) তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ (২০০০ খ্রীঃ)। ন্যায়দর্শন (৩য় খন্ড)। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।

(৯) তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ (২০০৬ খ্রীঃ)। ন্যায় পরিচয়। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।

(১০) ত্রিপাঠী, দিননাথ (অনূদিত ও ব্যাখ্যাত) (১৯৮৪ খ্রীঃ)। আত্মতত্ত্ববিবেক (১ম খন্ড)। কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ।

(১১) ত্রিপাঠী, দিননাথ (অনূদিত ও ব্যাখ্যাত) (১৯৯০ খ্রীঃ)। মানমেয়োদয়ঃ। কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ।

(১২) ঘোষাল, শরচ্চন্দ্র (অনূদিত ও ব্যাখ্যাত) (২০০৪ খ্রীঃ)। বেদান্ত পরিভাষা। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার।

(১৩) গম্ভীরানন্দ, স্বামী (অনূদিত ও ব্যাখ্যাত) (১৩৬২ বঙ্গাব্দ)। উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী (৩য় ভাগ): বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়।

(১৪) পাদাচার্য্য, প্রশস্ত (১৯৮৪ খ্রীঃ)। প্রশস্তপাদভাষ্য। দিল্লি/কলকাতা: শ্রীসদ্গুরু পাবলিশিং হাউস।

(১৫) পাল, বিপদভঞ্জন (অনূদিত ও ব্যাখ্যাত) (১৪১৫ বঙ্গাব্দ) | বেদান্তসারঃ। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার।

(১৬) ভিক্খু, বিজানন (১৯২১ খ্রীঃ)। যোগসার সংগ্রহ। বারাণসী: চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ।

(১৭) ভট্টাচার্য, পঞ্চানন (অনূদিত ও ব্যাখ্যাত) (১৯৭১ খ্রীঃ)। বেদান্তপরিভাষা। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার।

(১৮) ভট্টাচার্য, ভূপেন্দ্রনাথ (১৯৬৬ খ্রীঃ)। সাংখ্যদর্শন। কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ।

(১৯) ভট্টাচার্য, শ্রী মোহন (অনূদিত ও ব্যাখ্যাত) (১৯৯৫ খ্রীঃ)। ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।

(২০) ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র (১৯৭৩ খ্রীঃ)। প্রাচীনভারতীয় মনোবিদ্যা। কলকাতা: সংস্কৃত কলেজ।

(২১) মেধাচৈতন্য, ব্রহ্মচারী (১৪১৬ বঙ্গাব্দ)। বেদান্তসারের তিনটি টীকার বিশদ বঙ্গানুবাদ। হুগলি: দন্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম।

(২২) রাহুল শংকর ত্যান (১৯৩২ খ্রীঃ)। বসুবন্ধুকৃত অভিধর্মকোষ। বারাণসী: কাশিবিদ্যাপীঠ।

(২৩) শ্যামসুখা, পূরণচাঁদ (১৩৫৫ বঙ্গাব্দ)। জৈন দর্শনের রূপরেখা। কলকাতা।

(২৪) সপ্ততীর্থ, ভূতনাথ (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ)। মীমাংসাদর্শনম্ (১ম খন্ড)। কলকাতা: বসুমতি সাহিত্য মন্দির।

(২৫) সেন, ডঃ দেবব্রত (১৯৯২ খ্রীঃ)। ভারতীয় দর্শন। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ।